পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ-এর আহ্বান

চাই দূষণমুক্ত গঙ্গা। চাই গঙ্গার অবাধ অবিরল প্রবাহের নিশ্চয়তা।
গঙ্গা বাঁচাতে একদিনের প্রতীকী অনশনে সামিল হোন।

গঙ্গা ভারতের দীর্ঘতম ও বিশ্বের চতুর্থ দীর্ঘতম নদী। আড়াই হাজার কিলোমিটারের বেশি বিস্তার নিয়ে গঙ্গা নদী হয়ে উঠেছে কৃষিনির্ভর ভারতের প্রধানতম জীবনরেখা। সেই কারণেই সুপ্রাচীন সাহিত্যে গঙ্গা পূজিত হয়েছে দেবতাদেরও দেবতা, বা 'সুরেশ্বরী' রূপে। আনুমানিক ১২০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দে গঙ্গার তীরে গড়ে উঠেছিল কান্যকুব্জ নগরী। তারপর একে একে পাটলিপুত্র, প্রয়াগ, হরিদ্বার, কাশি, মুর্শিদাবাদ, কাটোয়া, নবদ্বীপ, পানিহাটি, বরাহনগর ও কলকাতা প্রমুখ একাধিক শহর কালক্রমে গড়ে উঠেছে গঙ্গার তীরেই। বর্তমানে ভারতের গঙ্গাতীরবর্তী ২৫টি গুরুত্বপূর্ণ শহর ও অসংখ্য জনপদ জুড়ে বসবাসকারী ৪০ কোটিরও বেশি মানুষ এই নদীর ওপর নির্ভরশীল। অথচ আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে এহেন গঙ্গা নদীর প্রবাহমানতা ক্রমক্ষীয়মান হয়ে পড়ছে। ১৯৭০ সালের তুলনায় ২০১৬ সালে গঙ্গার বহমানতা কমেছে ৫৬ শতাংশ। সেই সঙ্গে গঙ্গার বিস্তার জুড়ে লাফিয়ে বাড়ছে দূষণ। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের হিসাবই বলছে ১৯৮০ সালের পর থেকে গঙ্গা তীরবর্তী ৮০টি কেন্দ্রে জৈবিক অক্সিজেন চাহিদা (Biological Oxygen Demand বা সংক্ষেপে BOD) যা কিনা পরিবেশ দূষণের একটি অন্যতম মাপকাঠি, সর্বাধিক বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে ২০১৭ সালেই। এর মধ্যে আবার বারাণসীতেই গঙ্গার জলে পরিলক্ষিত সর্বাধিক জৈবিক অক্সিজেন চাহিদা প্রতি লিটারে ৬.১ মিলিগ্রাম। এলাহাবাদেও গঙ্গার জলের BOD ২০১৩য় যেখানে ছিল ৪.৪ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার, সেখানে ২০১৭তে এসে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫.৭ মিলিগ্রাম প্রতি লিটার। এ রাজ্যেও ত্রিবেণী, ডায়মণ্ডহারবার সহ একাধিক জায়গায় BOD এতটাই বেড়ে গেছে যে জল রীতিমতো ক্ষারীয় হয়ে পড়ায় তা চাষের পক্ষেও ক্রমশঃ হয়ে উঠেছে অনুপযুক্ত।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তাঁর অন্যতম নির্বাচনী কেন্দ্র হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের গঙ্গাতীরবর্তী বেনারস আসনটি। গঙ্গার সঙ্গে ধর্মীয় ভাবাবেগ জড়িত থাকায় সে সময় গঙ্গার দূষণ রোধ নিয়ে তাঁর মুখে শোনা গিয়েছিল অজস্র প্রতিশ্রুতি। আমরা আপামর ভারতবাসী আশায় বুক বেঁধেছিলাম। কিন্তু এই সেদিন তথ্যের অধিকার আইনের সাহায্য নিয়ে জানা গেল ২০১৩ সালের পর গঙ্গা দূষণ কমা তো দূর অস্ত্ বরং বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুন। এ কথা ঠিকই যে গঙ্গা দূষণ রোধে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ধার্য করেছিল ৫৫২৩ কোটি টাকা, গত বছর পর্যন্ত যার মধ্যে খরচ হয়ে গেছে ৩৭৬৭ কোটি টাকা। অথচ কাজের কাজ কিছুই হয়নি। ক্ষমতায় আসার বছর খানেকের মধ্যেই অনেক ঢাক ঢোল পিটিয়ে, গঙ্গা দূষণ প্রতিরোধের পূর্বতন কমিটি ভেঙে, বহু ঘটা করে ২০০০০ কোটি টাকার নমামি গঙ্গে প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং। জলের মত কেবল টাকাই খরচ হয়ে গেছে; পাল্লা দিয়ে বেড়েছে গঙ্গার দূষণ। জাতীয় সবুজ আদালতের নির্দেশে সরকার জানাতে একরকম বাধ্য হয়েছে যে ২০১৮ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত এই প্রকল্পের অধীনস্থ মোট ২২১টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছে মাত্র ২৬টি। আরও ওই ২৬টি প্রকল্পের জন্য ইতিমধ্যে খরচ হয়ে গেছে ৭০০০ কোটি টাকা। নমামি গঙ্গে প্রকল্পের ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল প্রতিদিন ২০০লক্ষ লিটার তরল বর্জ্য শোধন। কিন্তু এ পর্যন্ত দৈনিক মাত্র ৩২.৮ লক্ষ লিটার তরল বর্জ্য পরিশোধনের পরিকাঠামো নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছে। মনে রাখা দরকার এই পরিকাঠামোর একটা বড় অংশ ২০১৪ পূর্ববর্তী সময় কাল থেকেই ছিল। একইভাবে প্রকল্পের প্রথম পর্বে মোট ৬৮টি স্যুয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট বানানোর লক্ষমাত্রা থাকলেও তৈরী করা গেছে মাত্র ৬টি। অথচ গঙ্গা দূষণের মাত্রা আশঙ্কাজনকভাবে উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। ইলিশ সহ ১৪০টি প্রজাতির মাছ, ৯০টি প্রজাতির উভচর, বিরল গাঙ্গেয় শুশুক সহ একাধিক প্রজাতি আজ বিপন্নতার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। তথাকথিত 'নমামি গঙ্গে' প্রকল্পে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ হয়ে যাওয়া সত্বেও তেমন কাজ না হওয়ায় ভারতের কম্পট্রোলার অ্যাণ্ড অডিটর জেনারেলের রিপোর্টে সরকারকে কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে। সরকারের দাবি গঙ্গার বুকে জমে ওঠা পলি সরাতে গত ৪ বছরে খরচ হয়েছে ১১ কোটি টাকা। তবু গঙ্গার নাব্যতা ক্রমশ কমেই চলেছে, যার প্রত্যক্ষ অভিঘাতে ব্যাহত হচ্ছে গঙ্গার বহমানতা। উপরন্তু উত্তরাখণ্ডের হৃষিকেশ থেকে শুরু করে, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী, রুদ্রপ্রয়াগ, গৌরিকুণ্ড, বদ্রীনাথ, যোশিমঠ, কেদারনাথ প্রভৃতি জনপদ ছুঁয়ে মানা পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ৯০০ কিলোমিটার দীর্ঘ দুই লেনের চারধাম মহা সড়ক প্রকল্পটি রূপায়ণ করতে গিয়ে একদিকে যেমন কাটা পড়তে চলেছে ৩৩০০০ গাছ অন্যদিকে পাহাড় কেটে এই সুবিশাল রাস্তা নির্মাণ করতে গিয়ে যে বিপুল পরিমাণ পাহাড় ভাঙা পাথরের ছোটো বড় টুকরো গড়িয়ে আসবে পাহাড়ের গা বেয়ে তা এই অঞ্চলের ভূমিরূপের ক্ষতি করার পাশাপাশি গঙ্গা সহ ওই অঞ্চলের নদীগুলির নাব্যতা কমিয়ে দেবে ভয়ঙ্কর ভাবে।

গঙ্গাকে দূষণ থেকে বাঁচাতে 'অবিরল গঙ্গা' আন্দোলনের জনক আইআইটি কানপুরের কৃতী প্রাক্তনী, কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের প্রথম সদস্য সম্পাদক (Member Secretary, Central Pollution Control Board) ছিয়াশি বছর বয়সী সুপণ্ডিত অধ্যাপক ড. গুরুদাস আগরওয়াল, যিনি সন্ত স্বামী জ্ঞানস্বরূপ সানন্দ নামে সমধিক পরিচিত, ১১১দিন টানা অনশনের পর গত ১১ অক্টোবর ২০১৮ সালে মৃত্যু বরণ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি গঙ্গাকে দূষণ মুক্ত করার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে একাধিক চিঠি দেন, যদিও একটি চিঠিরও জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি প্রধানমন্ত্রী। গঙ্গাকে দূষণ মুক্ত করা এবং গঙ্গার প্রবাহকে অবাধ করার দাবিতে ড. আগরওয়ালের আত্মাহুতি পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে। এরও আগে ২০১১ সালে একই কারণে ১১৪ দিন অনশনের পর মৃত্যু বরণ করেন আর এক পরিবেশপ্রেমী স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী। ড. আগরওয়ালের স্বেচ্ছামৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরী মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়সী এক তরুণ স্বামী আত্মবোধানন্দ গত ২৬ অক্টোবর, ২০১৮ থেকে লাগাতার অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু এখনও সরকারের কানে জল ঢোকার বিন্দুমাত্র লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। ইতিমধ্যে গঙ্গা বাঁচানোর আন্দোলন দেশজুড়ে ক্রমশ বেগবান হচ্ছে। ভারতের নানা প্রান্তে দূষণহীন গঙ্গার অবাধ বহমানতা নিশ্চিত করার দাবিতে সংগঠিত হচ্ছে বিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রী থেকে অগণন সাধারণ মানুষ। রাজ্যেও একাধিক জায়গায় গঙ্গা বাঁচানোর আহ্বানকে সামনে রেখে হয়েছে প্রতীকী অনশন। আমরা গঙ্গাকে দূষণ মুক্ত করার দাবিতে এবং গঙ্গার অবাধ বহমানতা নিশ্চিত করার দাবিতে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে **২১শে এপ্রিল, ২০১৯ সকাল থেকে সারাদিন ঐতিহ্যবাহী গঙ্গাতীরবর্তী শহর পানিহাটির মহোৎসবতলা ঘাটে একদিনের প্রতীকী অনশনে সামিল হয়েছি**। আমাদের প্রিয় গঙ্গাকে বাঁচানোর লক্ষ্যে, আসুন সময়ের ডাকে সাড়া দিয়ে এই প্রতীকী অনশনে আপনিও অংশ নিন।

রাজ্য কমিটি

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ

পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের রাজ্য সম্পাদক ড. প্রদীপ মহাপাত্র দ্বারা প্রচারিত ও অধিকারী প্রিন্টিং অ্যাণ্ড বাইন্ডিং সেন্টার, ফোন ঃ ২৫৬৩২৪৪৭ হইতে মুদ্রিত।